দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ ... 15 MAY 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 4 ...

৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম শহরে স্থানান্তরের আবেদন

(চট্টগ্রাম অফিস)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক এগার কোটি টাকা বরাদ্দকে অভিনন্দন জানাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৩জন অধ্যাপক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যা-

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

লয়কে পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম শহরে স্থানান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে শহরে স্থানান্তরের পক্ষে যুক্তি দেখান হয় যে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা-নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন খাতে বছরে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়, ঐ ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। যাতায়াতের কারণে প্রত্যহ শিক্ষকের যে পাচ ঘন্টা এবং প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর যে সাড়ে ৬ ঘন্টা ম্যান আওয়ার নষ্ট হয় উহা বাঁচিয়া গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগত মান, মেধা ও মননের উন্নতি হইবে।

বর্তমানে ক্যাম্পাসে যে কোন নির্মাণ কাজের জন্য যে প্রচুর পরিমাণে পাহাড় কাটিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরে এই আর্থিক ও পরিবেশগত অপচয় বন্ধ হইবে। প্রায়শঃ যানবাহন ধর্মঘট ও যানবাহন জটিলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড আকস্মিক ও অনভিপ্রেতভাবে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় -সন্নিহিত এলাকায় কোন আইন-শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ জিম্মি হইয়া যায়। তাঁহারা এই পরিস্থিতি হইতে মুক্তি কামনা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের শতকরা ৮০ জন চট্টগ্রাম শহরে বাস করেন বলিয়া বিবৃতিদাতারা উল্লেখ করেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে আছে কলা অনুষদের ডীন আবদুল মন্নাফ সর্ব অধ্যাপক মুর্তজা বশীর, জিয়া হায়দার, রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, মোঃ নুরুস সাফা, বেনুপ্রসাদ বড়ুয়া কমলভূষণ নাগ, অনুপম সেন প্রমুখ ১৫৩জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও অধ্যাপক।